অভিপ্রায় প্রকাশ পাওয়াতে একটি প্রশ্ন উপস্থিত হয় যে—যাহারা ভক্তিভিন্ন অন্য উপাসনা করে, তাহারা কি শ্রেষ্ঠ নহে? তাহারই উত্তরে বলিতেছেন—যাহারা নির্ব্বিশেষ নিষ্ক্রিয় নির্ধর্ম্মক ব্রহ্মস্বরূপের ধ্যান করে, তাহারাও আমাকে পাইয়া থাকে। যেহেতু আমিই সধর্ম্মক ও নির্ধর্ম্মক ভেদে দুই প্রকারে অভিব্যক্ত আছি। তন্মধ্যে যাহারা ভক্তিমার্গে আমাকে উপাসনা করে, তাহারা সশক্তিক সবিগ্রহ তমাল-শ্যামলকান্তি আমাকে লাভ করিয়া থাকে। আর যাহারা জ্ঞানমার্গে আমাকে উপাসনা করে, তাহারা আমারই নির্ব্বিশেষ স্বরূপটি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এই অভিপ্রায়েই বলিলেন—সে জ্ঞানীগণও আমাকেই পাইয়া থাকে। কিন্তু আমার এই সবিশেষ সবিগ্রহ স্বরূপটি পাইতে পারে না। এইক্ষণে জ্ঞানীগণের প্রাপ্য অক্ষর-স্বরূপের লক্ষণ বলিতেছেন। যথা—"অনির্দ্দেশ্যম্" অর্থাৎ ইদং তৎ ইত্যাদিরূপে নির্দ্দেশের অতীত। যেহেতু "অব্যক্ত" অর্থাৎ রূপাদিহীন। "সর্ব্বত্রগ" অর্থাৎ সর্ব্বব্যাপী, অতএব অচিন্ত্য। "কূটস্থ" মায়াময় প্রপঞ্চের অধিষ্ঠানরূপে বিদ্যমান "অচল" স্পন্দন-রহিত। অতএব "ধ্রুব" অর্থাৎ বৃদ্ধি প্রভৃতি ষড়্বিচার-রহিত বলিয়া নিত্য। ১২।৩॥ এইপ্রকার লক্ষণযুক্ত অক্ষর স্বরূপের উপাসকগণ সমস্ত ইন্দ্রিয় সংযত করিয়া, সর্ব্বত্র সমবুদ্ধি রাখিয়া ও সর্ব্বভূত হিতসাধনে নিরত থাকিয়া সাধন করিতে করিতে সিদ্ধ অবস্থায় আমাকেই প্রাপ্ত হইয়া থাকে॥ ১২।৪॥ এই কথার উপরেও আর একটি প্রশ্ন উপস্থিত হয় যে—যদি আপনার নির্ব্বিশেষ স্বরূপের উপাসকও আপনাকেই পায়, তাহা হইলে সবিশেষ ভগবৎস্বরূপের উপাসক ভক্তি-সাধকের যুক্ততমত্ব বলা হইল কেন? ইহারই উত্তরে বলিতেছেন—অব্যক্ত নির্ব্বিশেষ অক্ষর স্বরূপে যাহাদের চিত্ত আসক্ত, তাহাদের অধিকতর ক্লেশ ভোগ করিতে হয়। যেহেতু যতদিন পর্য্যন্ত দেহে আত্ম-অভিমান থাকিবে, ততদিন পর্য্যন্ত অব্যক্তস্বরূপে নিত্যনিষ্ঠা লাভ করা অতীব দুর্ঘট॥ ১২।৫॥ এই শ্রীভগবদ্গীতার কতিপয় বচনের মর্ম্মার্থে বেশ বুঝা যায় যে—ভক্তিমার্গে শ্রম নাই, কিন্তু জ্ঞানমার্গে বহুতর ক্লেশ স্বীকার করিতে হয়। বিশেষতঃ ভক্তি-সাধনের এতদূর পর্য্যন্ত সামর্থ্য যে, শ্রীভগবান্‌কেও বশীভূত করিয়া দেয়। সেই শ্রীভগবদ্-বশীকারিত্বই বিশুদ্ধ ভক্তির মুখ্য ফল। ইহাই শ্রীব্রহ্মা শ্রীমদ্ভাগবতের ১০।১৪।৩ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণের স্তব-প্রসঙ্গে বলিয়াছেন। যথা—হে অজিত! যাঁহারা জ্ঞানলাভের জন্য কিঞ্চিন্মাত্র প্রয়াস না করিয়া, সাধুসমীপে অবস্থান করতঃ স্বতঃই শ্রুতিগত মহৎ-মুখরিত আপনাদের কথামৃত শ্রবণ করাই নিজ জীবনরক্ষার মূল হেতুরূপে নিষ্ঠাপ্রাপ্ত হইয়াছেন,